চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ১০০ বস্তা পঁচা চাল জব্দ ॥ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় আলমডাঙ্গায় জিকে খাল থেকে ৫০ বস্তা সরকারি পঁচা চাল উদ্ধারের ১৫ ঘন্টা পর প্রভাবশালী এক চাল ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ১০০ বস্তা পঁচা চাল জব্দ করা হয়েছে। রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় চাল ব্যবসায়ী অশোক সাহার একটি গুদাম থেকে চালগুলো জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় চাল ব্যবসায়ী অশোক সাহাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালদের বিচারক। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. লিটন আলী এ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, শনিবার রাতে এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গার মোনাকষা গ্রামে জিকে ক্যানেলের ধার থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৫০ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার রহস্য উন্মোচনে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে উপজেলা প্রশাসন। ইতিপূর্বে যেসব চার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চাল মজুদের অভিযোগ রয়েছে সেসব ব্যবসায়ীর গুদামে অভিযান চালানো হয়। এক পর্যায়ে চাল ব্যবসায়ী অশোক সাহার একটি গুদামে ১০০ বস্তা পঁচা চাল জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় অশোক সাহাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. লিটন আলী জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে পঁচা চাল মজুদের দায়ে চাল ব্যবসায়ী অশোক সাহাকে জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার রাতে ক্যানাল থেকে উদ্ধার হওয়া চালের সাথে অশোক সাহার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

আমিনুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা হিরন ও মউক এর সদস্যরা। এসময় যাদের মাস্ক ছিলনা তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

আশাদুজ্জামান সেলিম বলেন, পবিত্র মাহে রমজান ও ঈদ উল ফিতর কে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আজ থেকে স্বল্প পরিসরে শপিং মল, দোকান পাট খোলা হয়েছে। এর পরিপেক্ষিতে সকাল হতে না হতে মানুষের সমাগম দেখা যায় তাদের মধ্যে নেই সামাজিক কোনো দূরত্ব। তাই আমরা সর্তকতা মূলক কর্মসূচী পালন করছি।

ব্যবসায়ী নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন বলেন, আমরা যে সব দোকানে দেখছি মানুষ সমাগম তাদের কে সর্তক করার চেষ্টা করছি। তারা যেনো সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বেচা কেনা করে। তিনি আরও বলেন, সব নিয়ম মেনেই যেনো ঈদের কেনাকাটা করতে পারে ক্রেতারা সে জন্য এ ধরণের কর্মসূচী চলবে।

গাংনীতে যুবকের মৃত্যু,নমুনা সংগ্রহ

মেহেরপুরের গাংনীতে অমিত হাসান নামের (১৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। করোনা সন্দেহে তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। অমিত হাসান আজান গ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে।

অমিত হাসানের মামি শেফালী খাতুন জানান, সে গত কয়েকদিন যাবত ঠান্ডা জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন। গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, সীমিত সংখ্যক মুসল্লীনিয়ে জানাজা পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া জানাযা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম জানান, অমিত হাছান এর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা

পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাওয়ার পর করুণা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কেমন আছেন বকুলতলার শিল্পীরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন অন্ধ বাউল আতিয়ার রহমান ও তার দল।

তাঁর ছেলে বাউল ওলিদুল ইসলামসহ গ্রামের আরও চারজন কৃষককে নিয়ে তাঁর এই গানের দল।

তবে বেশ কয়েক বছর হলো অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় আর গাইতে পারেন না শিল্পী আতিয়ার রহমান। তবে তার ছেলে ওলিদুল ইসলাম শিষ্যত্ব লাভ করে দরাজ গলায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তাঁদের দলবদ্ধভাবে গাওয়া গান শুনেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিষেই চলে তাদের সংসার। তবে ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থীরা এলে কেউ দুই-পাঁচশো টাকা দিলে সে তাদের সেদিনটা খুবই ভালো কাটতো।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুভার্বে সবকছিুই বন্ধ ঘোষণায় তারাও বিপাকে পড়েছে। আর গান গাওয়া হয় না পায়না বখশিষও। তাই তাদের চলতে এখন অনকেটাই কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতির জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি।

বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি বলেন, এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তবে সম্প্রতি

কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা পেয়েছি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেন, বেশ কিছুদিন তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি। আবারও সম্ভব হলে তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে।

কুষ্টিয়ায় সাধারণ ক্ষমায় ২৪ বন্দির মুক্তি

করোনাভাইরাসের কারণে অতিরিক্ত বন্দি কমাতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে ২৪ বন্দিকে মুক্তি দেIয়া হয়েছে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে।

শনিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস প্রকোপের কারণে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘুদন্ডে দন্ডিত তৃতীয় ধাপে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ৫৯ জন বন্দির সাজা মওকুফ করেছেন।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ২৪ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক কারামুক্তকে এক হাজার টাকা তাদের যাতায়াত ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেসবুক আইডি হ্যাক করে অপপ্রচারের অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল বাকি নামের এক ব্যক্তির ফেসবুক আইডি হ্যাক করে বিভিন্ন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আব্দুল বাক্কি’র ছেলে আব্দুল বাসেদ ২০১৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর থানা এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডাইরি করেন। যার নং- ১০৬৯।

সম্প্রতি আবারো একই আইডি থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে অপপ্রচার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আব্দুল বাক্কি’র ছেলে বাসেদ জানান, আমার আব্বার আইডি হ্যাক করে এর আগেও বেশ কিছু অশালিন পোষ্ট করা হয়েছিল। সম্প্রতি আবার ঐ হ্যাক হওয়া আইডি থেকে পুনরায় বিভিন্ন পোষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাল থেকে খুলছে দোকান-পাট

মেহেরপুর সহ সারা দেশে কাল থেকে সীমীত আকারে খুলে দেওয়া হবে দোকান-পাট ও শপিংমল। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ পর্যন্ত কর্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে ব্যবসায়ীরা। তবে সামাজিক দুরুত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম চালাতে হবে প্রতিষ্ঠানকে।

আন্ত জেলা ও আন্ত উপজেলা যোগাযোগ বা চলাচল কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

মাঠ প্রশাসন সম্বনয় অধিশাখার উপসচিব ছাইফুল ইসলাম সাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, হাট-বাজার, দোকান-পাট, শপিংমল সকাল ১০ থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। সেই সাথে প্রতিটি শপিংমলের প্রবেশ মুখে হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহারসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনায়লয়ের ঘোষিত সতর্কতা গ্রহন করতে হবে।

মেপ্র/এমএফআর

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দম্পত্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি

ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনা আক্রান্ত দম্পত্তি ৫বছরের শিশু কন্যাসহ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

করোনাজয়ী রোগীরা হলেন- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা তছিকুল ইসলাম (৩১,) স্ত্রী শিল্পী বেগম (২৪) ও শিশুকন্যা ফাতেমা খাতুন (০৫)।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, করোনাক্রান্ত এই দম্পতিদের নিয়ে আমরা একটা বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম। ঢাকার কামরাঙীরচরে থাকতেন এই তছিকুল-শিল্পী দম্পত্তি ও ৫বছর বয়সী শিশু কন্যা ফাতেমা। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে এই দম্পত্তি কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ নিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে তারা ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর ল্যাবে প্রেরণ করেন এবং বাসায় গিয়ে সাবধানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ২৩ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার বিকেলে তাদের ভাইরাস পজিটিভের সংবাদ জানার পর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি আসার পথে ওই রোগীদের ২৪এপ্রিল শুক্রবার সন্ধায় রাজবাড়ী থেকে

উদ্ধার করে স্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজবাড়ী সদর থানা পুলিশ। পরে রোগীদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনাক্রান্ত এই পরিবারের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়ার চিকিৎসকরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে যুদ্ধ জয় করেছেন। দীর্ঘ ১৬দিন ওই দম্পতিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে সুস্থ্য উঠার পর আমরা কেএমসিএইচের পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ নিশ্চিত হয়েই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, গত এপ্রিল থেকে এখন অবধি কুষ্টিয়াতে ২০ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী শনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তোলা হয়েছে। শনিবার সর্বশেষ এই তিনজন রোগীর ছাড়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়ার্ডে আর কোন করোনাক্রান্ত রোগী নেই বলেও জানালেন তিনি।

গাংনীতে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা যুবলীগ

মানবতার সহায়তা নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন খাদ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে ছুটে যান জেলা গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের এক অসহায় প্রতিবন্ধীর বাড়ি। ঐ বাড়িতে ৪ কন্যা রয়েছে সকলেই প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয় তাদের অসহায়ত্বের কথা।

খবরটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় যুবলীগকে নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন শনিবার দুপুরে খাদ্য সহয়তা নিয়ে পৌছে যান সেই অসহায়ের মানুষের পাশে।
“গাংনীর প্রতিবন্ধী চার কন্যা নিয়ে অসহায় মা। আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নত সঙ্গী” শীরোনামে একটি খবর মেহেরপুর প্রতিদিন

ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মূলোত এই খবরটি সককেলর দৃষ্টি গোচর হয় বলে জানান জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অসহায় পরিবারটিকে ৫০ কেজি চাউল, ৫ কেজি করে ডাউল, আলু, পেয়াজ, সয়াবিন তেল, মুরগীর মাংস ছাড়াও সেমাই, সুজি চিনি ছাড়াও নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এই পরিবারের জন্য আপাতত এক মাসের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো যাতে এই করোনা পরিস্থিতিতে তাকে না খেয়ে থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন এটা আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ। করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ যেন কোন ভাবেই না খেয়ে না থাকে।

তিনি ঐ পরিবারকে সুন্দরভাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য একটি বাসযোগ্য বাড়ি করে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।